উইন্ডোজের নতুন ওএস

উইন্ডোজ ৮.১

মইন উদ্দীন মাহ্‌মুদ

অপারেটিং সিস্টেমের জগতে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তারকারী মাইক্রোসফট ১৯৮৩ সালে উইন্ডোজ ১.০ দিয়ে উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেমের যাত্রা শুরু করে। বলা যায়, তখন থেকেই মাইক্রোসফট ও এর বিশ্বস্ত অপারেটিং সিস্টেম উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেমের জগতে সবচেয়ে শক্তিশালী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ওঠে সময় ও চাহিদার সাথে তাল মিলিয়ে একের পর এক অসাধারণ কিছু অপারেটিং সিস্টেম বিশ্ববাসীকে উপহার দেয়ার কারণে। মূলত মাইক্রোসফট অব্যাহতভাবে ব্যবহারকারীর চাহিদার প্রতি গুরুত্ব দিয়ে এর অপারেটিং সিস্টেমকে উন্নত থেকে উন্নততর করে আসছে গত দুই যুগের বেশি সময় ধরে। তবে এ কথা সত্য, মাইক্রোসফটের প্রতিটি অপারেটিং সিস্টেমই যে ব্যবহারকারীদের সন্তুষ্ট করতে পেরেছে তা বলা যাবে না। মাইক্রোসফটের কোনো কোনো উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম ব্যাপকভাবে সমালোচিত হয়েছে। তারপরও মাইক্রোসফট দমে যায়নি বরং এর অপারেটিং সিস্টেম উইন্ডোজকে আরও শানিত করার লক্ষ্যে কিছুদিন পর আবার আরেকটি অপারেটিং সিস্টেম উপহার দেয়। তারই ধারাবাহিকতায় এবার মাইক্রোসফট চলতি মাসের ১৭ অক্টোবর উইন্ডোজের পরবর্তী অপারেটিং সিস্টেম উইন্ডোজ ৮.১ অবমুক্ত করতে যাচ্ছে।

মাইক্রোসফট সম্প্রতি উইন্ডোজ ৮-এর কম্প্রেহেনসিভ আপডেট প্রকাশ করেছে, যা উইন্ডোজ ৮.১ হিসেবে পরিচিত, যাকে আগে উইন্ডোজ ব্লু বলা হতো। উইন্ডোজ ৮.১ ভার্সনটি উইন্ডোজ ৮ ব্যবহারকারীরা উইন্ডোজ ৮ আপডেটের সাথে ফ্রি পাবেন। এ ভার্সনটি ১৮ অক্টোবর ম্যানুফ্যাকচার স্টেজে পাওয়া যাবে, যা RTM হিসেবে পরিচিত।

উইন্ডোজ ৮.১ চালু করা হবে সারাবিশ্বে কমজ্যুমারদের উইন্ডোজ ৮-এর একটি ফ্রি আপডেট হিসেবে, যা পাওয়া যাবে উইন্ডোজ স্টোর থেকে। উইন্ডোজ ৮.১ রিটেইল এবং নতুন ডিভাইসে পাওয়া যাবে ১৮ অক্টোবর থেকে।

ইতোমধ্যে মাইক্রোসফট উইন্ডোজের পরবর্তী ভার্সনের একটি প্রিভিউ ভার্সন অবমুক্ত করে, যা উইন্ডোজ ৮.১ রিলিজ হিসেবে পরিচিত। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় খবর হলো স্টার্ট বাটন আবার ফিরে আসছে উইন্ডোজ ৮.১ ভার্সনে। যদিও এটি স্টার্ট মেনুর পরিবর্তে স্টার্ট স্ক্রিনে থাকছে। এর ফলে ডেস্কটপ এবং স্টার্ট স্ক্রিনের মাঝে আরও বেশি ইন্টিগ্রেশন হতে পারবে।

বিশেষজ্ঞদের কাছে উইন্ডোজ ৮.১ মোটেও সম্পূর্ণ নতুন অপারেটিং সিস্টেম নয়। কেননা উইন্ডোজ ৭ থেকে উইন্ডোজ ৮ যেভাবে জাম্প করে উন্নীত হয়, এ ক্ষেত্রে তেমনটি হতে দেখা যায়নি। একটিকে একটি সার্ভিস প্যাকের থেকেও বেশি কিছু বলা যায়। এদের মতে, উইন্ডোজ ৮.১-এর পারফরম্যান্স মনে হয় কিছুটা দ্রুতগতিসম্পন্ন। এমনকি ফাইল জিপি কিছুটা দ্রুততর হয়। ইন্টারফেসের যে পরিবর্তন আনা হয়েছে তাও সবাইকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি, যদি আপনি উইন্ডোজ ৮ স্টার্ট স্ক্রিন পছন্দ করেন এবং স্ক্রিনে যদি আরেকটি উইন্ডোজ কী-র প্রয়োজন অনুভব না করেন অথবা যদি আপনি উইন্ডোজ ৭ স্টার্ট মেনু আবার ফিরে পেতে চান। এ লেখায় ব্যবহারকারীদের উদ্দেশে উইন্ডোজ ৮.১-এর কিছু উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন তুলে ধরা হয়েছে। এর সাথে উইন্ডোজ প্রোগ্রাম ম্যানেজমেন্ট এবং শীর্ষ কর্মকর্তা লেবলন্ডের কিছু মন্তব্য তুলে ধরা হয়েছে।

লক স্ক্রিন স্লাইড শো

উইন্ডোজ প্রোগ্রাম ম্যানেজমেন্টের শীর্ষ কর্মকর্তা লেবলন্ড বলেন, ব্যবহারকারীরা যখন উইন্ডোজ ৮ ব্যবহার করতে শুরু করে, তখন দেখা গেল ব্যবহারকারীরা পরিবারের সদস্যদের ছবি দেখার জন্য লক স্ক্রিন ফিচার ব্যবহার করা শুরু করে ব্যাপকভাবে। সুতরাং উইন্ডোজ ৮.১-এ আপনি পিসি বা ট্যাবলেটকে পিকচার ফ্রেমে পরিণত করতে পারবেন আপনার ছবির লক স্ক্রিন স্লাইড শো তৈরি করার মাধ্যমে। আর এ কাজটি আপনি করতে পারবেন লোকালি ডিভাইসে কিংবা মাইক্রোসফট স্কাইড্রাইভ ফটো থেকে। আপনি ক্যামেরা আনলক করতে পারবেন কিংবা পাসওয়ার্ড ছাড়াই দ্রুতগতিতে স্কাইপে কলে সাড়া দিতে পারবেন।

স্টার্ট স্ক্রিন প্রকাশ পাওয়া

উইন্ডোজ ৮.১ স্টার্ট স্ক্রিনে অফার করে কিছু মোশনসহ অধিকতর কালার ও ব্যাকগ্রাউন্ড। আপনি ইচ্ছে করলে স্টার্ট স্ক্রিন ব্যাকগ্রাউন্ড হিসেবে আপনার ডেস্কটপ ব্যাকগ্রাউন্ডকে বেছে নিতে পারেন। উইন্ডোজ ৮.১-এ প্রকৃত অর্থে যথার্থ ঝলমলে স্টার্ট স্ক্রিন পাওয়া সম্ভব।

বিভিন্ন ধরনের টাইল সাইজ

উইন্ডোজ ৮ ফোন ৮-এর মতো উইন্ডোজ ৮.১ স্টার্ট স্ক্রিন ফিচারের একটি নতুন বড় এবং একটি নতুন ছোট আকারের টাইলসহ বিভিন্ন আকারের টাইল রয়েছে। উইন্ডোজ ৮.১-এ টাইলের গ্রুপ নাম দেয়া এবং টাইলস নতুন করে বিন্যাসের কাজটি সহজতর করা হয়েছে।

আপনি ইচ্ছে করলে ডাবল সাইজের টাইল পেতে পারেন, তবে অ্যাপের ক্ষেত্রে এ সুবিধার জন্য বিশেষভাবে লিখতে হবে।

টাইল সিলেক্ট করতে চাইলে আপনাকে তাতে ক্লিক করে চেপে ধরতে হবে। আপনি ইচ্ছে করলে মাল্টিপল অ্যাপ একসাথে সিলেক্ট করতে পারেন, রিসাইজ করতে পারবেন, সেগুলো আনইস্টল অথবা একটি গ্রুপে পুনর্বিন্যাস করতে পারবেন। সব অ্যাপ ভিউ করতে পারবেন নিচ থেকে। অ্যাপস সুইপ করার মাধ্যমে। এর ফলে ▸

অ্যাপগুলোকে নেম, ডেট ইনস্টল, মোস্ট ইউজড অথবা ক্যাটাগরির মাধ্যমে ফিল্টার করার সক্ষমতা পাবেন।

ধরুন, আপনি চাচ্ছেন স্টার্ট স্ক্রিনে আপনার পছন্দের সবকিছুই থাকবে। সুতরাং যখনই উইন্ডোজ স্টোর থেকে একটি নতুন অ্যাপ ইনস্টল করা হবে, তখন ওই অ্যাপকে আর আপনার স্টার্ট স্ক্রিনে রাখা দরকার হবে। এ অ্যাপগুলোকে আপনি খুঁজে পাবেন অ্যাপ ভিউয়ে, যা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলো 'New' হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে, যেখানে আপনি বেছে নিতে পারবেন অ্যাপকে পিন করার সুবিধা। মাইক্রোসফট বিশ্বাস করে, উইন্ডোজ ৮.১ সত্যিকার অর্থে ৮ ইঞ্চির ট্যাবলেট থেকে শুরু করে ২৭ ইঞ্চি ডিভাইসেও ব্যবহার করা যাবে।

অ্যাগ্রিগেটেড সার্চ

সার্চ চার্মে একটি অ্যাপ সিলেক্ট করে, তারপর তা সার্চ করার পরিবর্তে বিংয়ের মাধ্যমে সার্চ করতে পারেন, যাকে বলে অ্যাগ্রিগেটেড সার্চ।

ওয়েব, আপনার ফাইল, স্কাইড্রাইভ এবং অন্য যেকোনো জায়গা থেকে বিং এখন অ্যাগ্রিগেটেড সার্চ সিস্টেমের শক্তি। লেবলন্ড বলেন– আমরা মনে করি, এর ফলে আমরা যেভাবে ইন্টারেক্ট করি সত্যিকার অর্থে তা বদলে যাবে এবং উইন্ডোজ দিয়ে এ কাজটি দ্রুতগতিতে এবং সহজে সম্পন্ন হবে। এটি কমান্ড লাইনের আধুনিক ভার্সন আপনি বামদিকে স্ক্রল করার মাধ্যমে লোকাল ফাইল, অ্যাপস এবং সেটিংয়ে সহজেই ঢোকার সুবিধা পাবেন একই ভিউতে।

সার্চ চার্ম এখন ডেস্কটপে স্টার্ট স্ক্রিনে মোটা খণ্ড দিয়ে আচ্ছাদিত না করে সার্চ প্যান বিছিয়ে দেয়। আরও লক্ষণীয়, মাইক্রোসফট ডেস্কটপ এবং আধুনিক অ্যাপের মাঝে মিশ্রণকে অধিকতর সুরুচিসম্পন্ন করেছে, যাকে বলা হয় রিফাইনিং দি ব্লেন্ড।

উন্নততর অ্যাপস

নতুন অ্যাপ অ্যানহেন্সমেন্টে থাকছে সব বিল্ট-ইন অ্যাপস। যেমন Mail এবং Xbox Music। এতে ফুড এবং ফিটনেসের জন্য নতুন অ্যাপস যেমন থাকছে, তেমনই থাকবে অফিস স্যুটের জন্য মডার্ন ভার্সন। ফটো অ্যাপে এখন যুক্ত করা হয়েছে কিছু নতুন এডিটিং ফিচার, যার মাধ্যমে আপনি দ্রুতগতিতে ছবি এডিট বা সমন্বয় করতে পারবেন ভিউ করার সময় অথবা ছবি ওপেন করতে পারবেন অন্যান্য জায়গা থেকে। যেমন মেইল, স্কাইড্রাইভ এবং ক্যামেরা অ্যাপ থেকে। আপনি ইচ্ছে করলে অ্যাপ দিয়ে সরাসরি তৈরি করতে পারবেন বিস্তৃত বা পূর্ণ দৃশ্য ফটোসিন্থ।

মেইলের জন্য যুক্ত করা হয়েছে এক বাড়তি চতুর অপশন যাতে মেইল ফিল্টার হয়। যেখানে Reading List অপশন ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার থেকে লিঙ্ক সংগ্রহ করে। সুতরাং বলা যায়, ফটো অ্যাপে এখন পাবেন আরও অনেক বেশি এডিটিং অপশন।

ডেস্কটপ কন্ট্রোল প্যানেলের দরকার নেই

উইন্ডোজ ৮.১-এর আপডেট পিসি সেটিংয়ের মাধ্যমে আপনার ডিভাইসের সব সেটিংয়ে অ্যাক্সেস সুবিধা পাবেন ডেস্কটপে কন্ট্রোল প্যানেলে না গিয়ে। লেবলন্ড বলেন, এখানে কিছু কাজ করতে পারবেন। যেমন ডিসপ্লের রেজ্যুলেশন পরিবর্তন করা, পাওয়ার অপশন সেট করা, আপনার পিসির তথ্য এবং মডেল দেখা, প্রোডাক্ট কী পরিবর্তন করা, উইন্ডোজ আপডেট করার সুযোগ দেয়া, ডোমেইনে যুক্ত হওয়া ইত্যাদি সবকিছুই করা যাবে পিসি সেটিংস থেকে। আপনি ইচ্ছে করলে পিসি সেটিংস থেকে স্কাইড্রাইভকেও ম্যানেজ করতে পারবেন।

অ্যানহ্যান্স উইন্ডোজ স্টোর

উইন্ডোজ ৮.১-এ আপনি পাবেন উইন্ডোজ স্টোরের নতুন লুক, যা ডিজাইন করা হয়েছে সহজে নতুন মজাদার অ্যাপস খুঁজে পাওয়ার জন্য। অ্যাপ আপডেট স্বয়ংক্রিয়ভাবে ইনস্টল হবে ব্যাকগ্রাউন্ডে, যেহেতু এগুলো সরাসরি স্টোর থেকে আসে এবং আপনি যেসব অ্যাপ খুজে পেতে চাচ্ছেন সেগুলো উপরে ডান দিকে পাওয়া যাবে। লেবলন্ডের বর্ণনা মতে, 'উন্নীত করা উইন্ডোজ স্টোরের ডিজাইন করা হয়েছে এমনভাবে, যাতে উইন্ডোজ ৮-এর চেয়ে বেশি তথ্য প্রদর্শন করে। এর সাথে থাকবে শীর্ষ ফ্রি অ্যাপের বিস্তারিত লিস্ট, নতুন রিলিজ এবং যা আপনার জন্য আনা হয়েছে হোমপেজে। অ্যাপের লিস্ট হবে অধিকতর বিবরণমূলক ও তথ্যবহুল। এর সাথে সম্পৃক্ত থাকবে সংশ্লিষ্ট অ্যাপের একটি এড়িয়া, যা অ্যাপ খুঁজে পেতে সহায়তা দেবে।

অধিকতর স্ন্যাপ ভিউ

যদি আপনি উইন্ডোজ ৮ ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেন, তাহলে ৫০:৫০ স্পিলিট স্ন্যাপ ভিউ না থাকার কারণে কিছুটা হলেও বিরক্ত বোধ করবেন সঙ্গতকারণে। এ ফিচারটি উইন্ডোজ ৮ অ্যাপসের গেম-চেঞ্জার। লেবেল মতে, স্ক্রিনে একই সাথে মাল্টিপল অ্যাপস দেখার উপায় রয়েছে। আপনি ইচ্ছেমতো অ্যাপকে রিসাইজ করতে পারবেন, দুই অ্যাপের মাঝে স্ক্রিনকে শেয়ার করতে পারবেন অথবা একসাথে সর্বোচ্চ তিনটি অ্যাপ প্রতিস্ক্রিনে ডিসপ্লে করাতে পারবেন, যদি মাল্টিপল ডিসপ্লে কানেকটেড থাকে। এক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন উইন্ডোজ স্টোর অ্যাপ রানিং থাকতে পারে সব ডিপ্লেতে একই সময় এবং স্টার্ট স্ক্রিন মনিটরে ওপেন থাকতে পারে। এটি উইন্ডোজ ৮.১-এর অন্যতম একটি মৌলিক পরিবর্তন, যা মাল্টিটাস্কিং এবং মাল্টিমনিটরকে একই সাথে ব্যবহার করাকে অনেক সহজতর করেছে। উইন্ডোজ ৮.১ একই অ্যাপের স্ন্যাপের মাল্টিপল উইন্ডোজ একত্রে ব্যবহার করতে পারে। যেমন দুটি ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার উইন্ডো।

সরাসরি স্কাইড্রাইভে ও অনলাইন ফাইল সেভ করা

উইন্ডোজ ৮.১-এ ফাইল সরাসরি স্কাইড্রাইভে সেভ করা যাবে। এটি পুরোপুরি ওএসে ইন্টিগ্রেটেড। স্কাইড্রাইভ অ্যাপের সাথে একটি নতুন আপডেট ফাইল রয়েছে। এর ফলে ফাইলগুলো সবসময় পাওয়া যায় এমনকি অফলাইনে থাকলেও ডেস্কটপ ভার্সনের মতো। ফোল্ডার সিঙ্কের জন্য আলাদা কোনো ডেস্কটপ ইন্টারফেস দরকার হবে না। স্কাইড্রাইভই অফলাইন সাপোর্ট করবে।

নতুন ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার

উইন্ডোজ ৮.১ ভার্সনের সাথে ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার ১১ চালু হবে। লেবলন্ড বলেন, ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার অফার করবে অপেক্ষাকৃত ভালো টাচ পারফরম্যান্স। পেজ লোড টাইম দ্রুততর হবে এবং আরও কিছু নতুন ফিচার ব্যবহারকারীকে সন্তুষ্ট করতে সক্ষম হবে। উদাহরণস্বরূপ, আপনি আধুনিক ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার ১১-এর আধুনিক রূপ অ্যাডজাস্ট করতে পারবেন, যাতে সবসময় অ্যাড্রেস বার ▸

দেখায় এবং প্রয়োজন অনুযায়ী যত খুশি তত বেশি টাচ ওপেন রাখতে পারবেন। আপনি সিঙ্ক অবস্থায় ওপেন ট্যাবে অ্যাক্সেস করতে পারবেন। আর এ সুবিধাটি পাবেন উইন্ডোজ ৮.১ সমর্থিত অন্যান্য ডিভাইসে।

মাউস ও কীবোর্ডে আরও ভালোভাবে কাজ করা যাবে

যেসব ডিভাইসে টাচ সুবিধা নেই, সেই ডিভাইসের জন্য উইন্ডোজ ৮.১-এ বেশ কিছু ফিচারে কিছু উন্নয়ন করা হয়েছে, যাতে মাউস ও কীবোর্ড ব্যবহার করে সহজে নেভিগেশন করা যায়। লেবলন্ড বলেন, ইদানীং পিসি বিকশিত হচ্ছে মোবাইল কমপিউটিংয়ের উপযোগী হয়ে, যেখানে জনগণ ইন্টারেক্ট করে তাদের ডিভাইসের সাথে ট্যাবের মাধ্যমে এবং উইন্ডোজ ৮-কে সেভাবে ডিজাইন করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, বর্তমানের এমন অনেক ডিভাইস আমরা শনাক্ত করেছি, যেগুলো নন-টার্চ অর্থাৎ টার্চ সুবিধা নেই, বিশেষ করে বাণিজ্যিক সেটিং।

অ্যাপে সুইচিং পরিবর্তন করা

হট কর্নার ও অ্যাপ ভি সুইচিংয়ের জন্য আপনি সেটিং পরিবর্তন করতে পারেন। এর ফলে আপনি প্রতিহত করতে পারবেন চার্ম বার বা অ্যাপ সুইচিং বার, যাতে আবির্ভূত না হয়।

উইন্ডোজ এক্সপ্লোরার পরিবর্তন করা

এক্সপ্লোরারে আর স্বয়ংক্রিয়ভাবে ফাইল লাইব্রেরি দেখা যাবে না। এরপরও আপনি যেভাবে এখনও মিডিয়া রাখেন এক্সবক্স মিউজিক এবং ভিডিও অ্যাপস, সেভাবে রাখতে পারবেন ও প্রথম প্লেস হলো মেইল অ্যাটাচমেন্ট যুক্ত করবেন। ছোট ড্রাইভবিশিষ্ট ট্যাবলেটের সব স্টোরেজ পরিপূর্ণ এড়ানোর জন্য আপনি স্কাইড্রাইভ থেকে পাবেন ডিফল্ট ডকুমেন্ট অ্যান্ড পিকচার ফোল্ডার অপশন।

স্টার্ট টিপ ও স্টার্ট বাটনে পরিবর্তন

লেবলন্ড বলেন, কর্ন কী করে তা পরিবর্তনের জন্য অপশন রয়েছে এবং বিকল্প স্ক্রিনে বুট করার অপশন রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, যদি আপনি পছন্দ করেন অ্যাপস ভিউ বনাম সব টাইলস, তাহলে আপনি বেছে নিতে পারবেন স্টার্ট স্ক্রিন, যা সরাসরি অ্যাপস ভিউতে যায়।

ডেস্কটপ ও সব প্রোগ্রামের উন্নয়ন

আপনার টাইল ডেস্কটপ ব্যাকগ্রাউন্ডে ওভারলে করতে পারে, যখন আপনি ডেস্কটপ থেকে স্টার্ট স্ক্রিনে অ্যাক্সেস করবেন। যখন All program ভিউতে অ্যাক্সেস করার জন্য আপনি স্টার্ট স্ক্রিন থেকে স্যুইপ করবেন, এটি প্রকৃত অর্থে এক গেম-চেঞ্জার।

আপনি অন্যান্য ফোল্ডার ও সব ফাইলের নাম সেখানেই পাবেন এবং যখন একটি ফাইলে ক্লিক করবেন, তখন উইন্ডোজ ৮.১ স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্কাইড্রাইভ থেকে নিয়ে আসবে, অফলাইনে ক্যাসে পরিণত করবে ও যুগপৎভাবে এর পরিবর্তন করবে।

এক্সপ্লোরারে যখন কোনো ফোল্ডারে ডান ক্লিক করা হয়, তখন সেগুলো লাইব্রেরিতে যুক্ত করার জন্য অপশন কনটেক্সট মেনুতে থাকে। তবে যদি সেগুলো খুঁজে বের করে এক্সপ্লোরারে কাজ করতে চান, তাহলে আপনাকে সেগুলোকে নেভিগেশন প্যানে ফিরিয়ে আনতে হবে।

থ্রিজি প্রিন্টার সাপোর্ট

উইন্ডোজ ৮.১-এ সম্পৃক্ত করা হয়েছে থ্রিডি প্রিন্টিং সাপোর্ট। এটি একটি চমৎকার উন্নয়ন কজ

ফিডব্যাক : mahmood@comjagat.com